তারিখ ... 9 JUL 2008
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

দৈনিক
ইনকিলাব

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কমিউনিটি শিক্ষা ব্যবস্থা

সরকারের অবহেলা ও শিক্ষকদের নিম্ন মজুরি : ৮ লাখ দরিদ্র ছেলে মেয়ে ও ১০ হাজার শিক্ষকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

মোঃ আবদুর রহিম : সরকারের অবহেলা এবং শিক্ষকপ্রতি দৈনিক ৪০ টাকা বেতন বা মজুরি দেয়ার কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেশের কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষা। ইতোমধ্যেই দেশের প্রায় ১০টি জেলার কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুলগুলোর শিক্ষাদান অঘোষিতভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে অচিরেই দেশের কমিউনিটি স্কুলগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষাদান পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। দেশের ৩ হাজার ৭৭৮টি কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুলের ৯ হাজার ৯৬৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকা দৈনিক মাত্র ৪০ টাকা মজুরিতে দেশের দরিদ্র পরিবারসমূহের ৮ লাখের বেশী ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদান করে আসছেন দীর্ঘ ১৩ বছর যাবৎ। দেশের বর্তমান

পৃঃ ১১ঃ কঃ ২

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কমিউনিটি শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাজারদরে যে কোন দক্ষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি সর্বনিম্ন ৩৫০ টাকা। অথচ সরকার প্রদত্ত ২০% মহার্ঘভাতাসহ কমিউনিটি শিক্ষকদের ৪০+৮ = ৪৮ টাকা বেতনের বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে। বর্তমান বাজারদরে দৈনিক মাত্র ৪৮ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অর্থাৎ মাত্র ১ কেজি চালের মূল্যের বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান একটি অকল্পনীয় চিন্তা। কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে একজন শিক্ষক শিক্ষিকাকে যে পরিমাণ সময় দিতে হবে, তত সময়ে যে কোন ফেরিওয়ালাও একজন কমিউনিটি শিক্ষকের দৈনিক বেতনের বা মজুরির তিনগুণ অর্থ আয় করতে সক্ষম। আর এ কারণেই দেশের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুলসমূহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বক্তব্য হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার তথা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ডেস্কের কর্মীদের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকমাত্রায় আগ্রহ হয়ে পড়ার কারণে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ করে কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অনীহা মনোভাব পোষণ করছেন। আর এ অনীহার কারণেই কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায় সরকারী বেতন দেয়ার কোন অঙ্গীকার বাজেটে নেই।

দৈনিক মাত্র ৪০ টাকার বিনিময়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের বিষয়ে কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ আগ্রহ হারিয়ে জীবন ধারণের জন্য অন্য পেশার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। আর এ কারণেই দেশের বিভিন্ন স্থানে অঘোষিতভাবে অনেক কমিউনিটি স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর, শৈলকুপা, কুষ্টিয়ার কুমারখালী, মিরপুরের খোকসা, ময়মনসিংহের সদর, ফুলপুর, তলুকা, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, লাঙ্গলকোট, বুড়িচং, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর, খুলনার কয়রা, সাতক্ষীরার আশাশুনি, তালা, জয়পুরহাট সদর, গাইবান্ধার তোমার, রংপুরের মিঠাপুকুর ও পাঁচবিবি উপজেলার স্কুলসমূহ বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বন্ধ হয়ে পড়েছে।

কমিউনিটি স্কুলসমূহের প্রতি সরকারী অবহেলার অবসান এবং শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি না করলে অচিরেই স্বাভাবিক কারণে কমিউনিটি স্কুলসমূহ একে একে অঘোষিত ভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে। এমনতর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে হাজার হাজার শিক্ষক বেকার হয়ে পড়বেন এবং অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ বন্ধ হয়ে যাবে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থেই এ নাজুক বিষয়টি নিয়ে সরকারকে জরুরীভাবে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

উল্লেখ্য, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায় সরকারী বেতন প্রদান এবং কমিউনিটি স্কুলের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আগামী ২০ জুলাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে এবং ২৩ জুলাই জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করবে। আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে দাবী আদায় না হলে ১ আগস্ট কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকগণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে লাগাতার অনশন কর্মসূচী শুরু করবে।